মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

জীবনসন্ধ্যায় মানবতা

মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

জীবনসন্ধ্যায় মানবতা

অনুবাদ

মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী
সাবেক সম্পাদক, মাসিক নেয়ামত ও সদস্য, ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ জমিয়তুল মুদাররিসীন (১৯৭২) ও
সদস্য, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড
ইমাম ও খতীব, গণভবন জামে মসজিদ ও বাংলাদেশ সচিবালয় মসজিদ (১৯৭৬-২০০৫)
বহু গ্রন্থপ্রণেতা, অনুবাদক, সম্পাদক

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

উৎসর্গ–

বাংলাদেশের আলেমসমাজের মধ্যে
সর্বাধিক তীক্ষ্ণধী ও বিচক্ষণ পুরুষ
মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী
মরহুমকে (১৯০০-১৯৭২)—যাঁর
মেশকাত শরীফের অনুবাদ ও তার
ভূমিকাস্বরূপ লিখিত *হাদীসের তত্ত্ব ও*
ইতিহাস সম্পাদনার মাধ্যমে আমার
সম্পাদনা-জীবনের সূচনা হয়েছিল
তাঁরই পদপ্রান্তে বসে আজ থেকে ঠিক
অর্ধশতাব্দী পূর্বে। যিনি মাদরাসা
শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার সকল
সংগ্রামে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন
একাত্তরের যুদ্ধবিধ্বস্ত পথঘাট, পুল
না থাকায়, রেলপথ বন্ধ অবস্থায় সুদূর
ফেনী থেকে লোক-মারফত আমার
সিলেটের বাড়িতে পত্র পাঠিয়ে!
মৃত্যুর দিন পূর্বাহ্নে বার বার আমার
নাম লিখে লিখে আমার প্রতি তাঁর
প্রাণ নিংড়ানো ভালোবাসার অভিব্যক্তি
ঘটিয়েছিলেন! আমাকে তিনি
অভিহিত করতেন তাঁর মানসপুত্র
বলে।
হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে জান্নাতের
উচ্চতম আসনে আসীন করো!

–আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

আল্লাহ তাআলার লাখো শোকর, দীর্ঘ চল্লিশ বছরের মাথায় *জীবনসন্ধ্যায় মানবতার* নতুন সংস্করণ আলোর মুখ দেখল। বাংলাবাজারের বুক সোসাইটির সত্ত্বাধিকারী বন্ধুবর দেওয়ান মোস্তফা কামালের বিশেষ অনুরোধে আমি বইটি অনুবাদ করি। তাঁর পরম আগ্রহ ও যত্নে অনুবাদ করার সাথে সাথে বইটি প্রকাশিত হয়ে একেবারে হট কেকের মতো পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। অল্পসময়ের মধ্যে তিনি বইটির ২/৩টি সংস্করণ প্রকাশ করে সফলভাবে বাজারজাতও করেন।

মোস্তফা কামাল সাহেব ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। দিন-রাত বইয়ের প্রুফ দেখা ও বেচা-বিক্রিতেই তাঁর সময় অতিবাহিত হতো। ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর চা ও পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। তাঁর মৃত্যুর মাস দুয়েক পূর্বে একদিন তাঁর টেবিলে বসেই আমি বলছিলাম, কামাল ভাই, শিগ্‌গিরই কোনো স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে ২/৩ মাস কাটিয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে আসুন! কিছুদিনের জন্য খাটাখাটনি স্থগিত রাখুন, না হলে নির্ঘাৎ মৃত্যু আপনার মাথার ওপরে। কথাগুলো হাসতে হাসতে বলছিলাম বটে, কিন্তু তা-ই শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যলিপি হয়ে গেল। তিনি অকালেই ইন্তেকাল করলেন! আল্লাহ তাঁকে বেহশত নসীব করুন।

পিতার অকাল মৃত্যুতে সন্তানরা যেভাবে এতীম হয়ে যায়, তেমনি আমার *নবী চিরন্তন, ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিল* এবং *জীবনসন্ধ্যায় মানবতা*-এর মতো পাঠকপ্রিয় বইগুলোও যেন এতীমত্ব বরণ করল! তাঁর একটি তরুণ ছেলে বুক সোসাইটির হাল ধরলেও সেও অকালেই মারা গেল। তারপর থেকে এই পাঠকপ্রিয় বইগুলো সেই যে অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ হলো, তারপর আর আমি নিজেও কেন যেন এগুলোর পুনঃপ্রকাশে

আর কারও দ্বারস্থ হলাম না। এটা অনেকটা প্রিয় স্বামীর মৃত্যুর পর যুবতী বধুদের পুনর্বার দ্বারপরিগ্রহে অনীহার মতো ব্যাপার-স্যাপার!

বিশেষত বর্তমান বইটি *জীবনসন্ধ্যায় মানবতার* পাঠকপ্রিয়তা ছিল অনন্যসাধারণ। এ বইটির আরও ২/৩টি অনুবাদও বের হয়েছিল। বিগত শতকের আশির দশকের শেষার্ধে একদিন আমি মোহাম্মদপুরের তখনকার আমার বাসস্থান তাজমহল রোড থেকে জেনেভা ক্যাম্পের পাশ ঘেঁষে কলেজগেটের দিকের রাস্তা হয়ে সাইকেলে করে আমার তখনকার কর্মস্থল গণভবন মসজিদে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি নামল। আমি খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে দৌড় দিয়ে গিয়ে ঢুকলাম গজনবী রোডে কবি ও গীতিকার আযীযুর রহমানের বাসায়। কবিপ্রবর ছিলেন অত্যন্ত ছিমছাম পোশাক-পরিচ্ছদপ্রিয় একজন পরিপাটি চরিত্রের লোক। তিনি তাঁর নয়ন বিস্ফারিত করে বারবার করে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং আমার মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বারবার চোখ বুলাচ্ছিলেন। আমি অনেকটা বিব্রত বোধ করলাম, কিন্তু তাঁর এরূপ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের কোনো কারণই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তিনি কোনো কথাও বলছিলেন না। শেষ পর্যন্ত আমিই নীরবতা ভঙ্গ করলাম।

'কবি ভাই, বৃষ্টি তাড়িয়ে এনে আপনার ঘরে উঠিয়েছে বলে আমার শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। সেই ঘামের গন্ধে বুঝি আপনি বিব্রত? তাই এরূপ গভীর পর্যবেক্ষণ?'

সাথে সাথে রেডিও পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বেতারের কয়েক যুগের প্রতিষ্ঠিত গীতিকার, জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গানের রাজা আব্বাস উদ্দীনের গীত 'কারও মনে তুমি দিয়ো না আঘাত, সে আঘাত লাগে কাবার ঘরে, মানুষেরে তুমি যত করো ঘৃণা খোদা যান তত দূরে সরে'সহ হাজারো জনপ্রিয় গানের লেখক কবি আযীযুর রহমান আওয়াজ টেনে বলে উঠলেন, 'না–ভাই, না–! আমি চরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করছি, আমি যে মাওলানা জালালাবাদীকে এতদিন ধরে চিনে আসছি, তিনি আর আজকের এই আগন্তুক এক অভিন্ন ব্যক্তি কি না! কথাটি বলেই তিনি একসঙ্গে তিন তিনটি বই—যা আমার প্রবেশমাত্র

তিনি টেবিলে উল্টিয়ে রেখেছিলেন, সেগুলো খুললেন আর বললেন, আমি পরম যত্ন সহকারে গভীর মনোযোগ দিয়ে বহুকাল ধরে এ বইগুলো পড়ছি। প্রতিটি লাইন, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষর মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ছি আর চরম বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবছি, আমাদের আলেমসমাজের মধ্যে এমন সাবলীল প্রাঞ্জল ভাষায় লেখার লোকও তা হলে রয়েছেন! আমি প্রতিটি শব্দ মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ছি, আর কার অনুবাদটি সর্বশ্রেষ্ঠ তা নির্ণয়ের পরীক্ষা করছি।' আমি লক্ষ করলাম ওই বইগুলো হচ্ছে আমারই *জীবনসন্ধ্যায় মানবতা* এবং তার পূর্ববর্তী দু'টো অনুবাদ। বললাম, 'তাহলে আপনার পরীক্ষার ফলাফল?' বললেন, আপনার অনুবাদটি Far far better than others. তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, আপনি আমার সেই বদ্ধমূল ধারণাটি সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছেন যে, আমাদের আলেমসমাজ প্রাঞ্জল মাতৃভাষায় লিখতে জানেন না।'

তাঁর এ প্রাণখোলা স্বীকারোক্তি ও অভিনন্দন আমাকে সেদিন কী আনন্দ দিয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

আমার অনুজ মওলানা জালালাবাদী (উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ)-কে আমিই 'পঁচিশে মার্চে'র সেই কালরাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ৫১ পুরানা পল্টনস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসে অবস্থানের পর সীমান্ত পার করে দিয়ে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী শিলং-এ পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। কারণ, তখন তার যথেষ্ট নামডাক হয়ে গেলেও বয়সে সে ছিল একান্তই নবীন—মাত্র বাইশ বছরের এক যুবক। বনবাদাড় ও অচেনা পথ দিয়ে খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড়ের মতো চির-অপরিচিত স্থানে তাকে একা পাঠাতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। অবশেষে কয়েকদিন শিলং-এর পাইন উড হোটেলে ভারত সরকারের... আতিথ্য ভোগ করতে করতে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরবর্তীকালের সরকারি মুখ্যসচিব এম এ সামাদ (তখন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের এডিসি ছিলেন, ডিসি ছিলেন জনাব এইচ টি ইমাম) এবং বঙ্গবন্ধু সরকারের পরবর্তীকালের পাটমন্ত্রী কালিয়াকৈরের শামসুল হক (মরহুম) প্রমুখ। তাঁরা গিয়ে সেই হোটেলেই উঠলে, আমি অনেকটা আশ্বস্তবোধ করি এবং

তাকে তাঁদের সাথে রেখে বাড়িতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত বৃদ্ধ বাবার খেদমতের উদ্দেশ্যে ফিরে আসি। তারপর তাঁরা বিমানে করে কোলকাতায় পাড়ি জমান এবং আমার ভাইটি 'স্বাধীন বাংলা বেতারে' গিয়ে যোগ দেয়। কোলকাতার বাংলাদেশ মিশনে অন্যান্য হোমরা-চোমরা নেতাদের সাথেই ছিল বঙ্গবন্ধু যাকে তাঁর লেফটেন্যান্ট বলে অভিহিত করতেন সেই তরুণ মওলানা জালালাবাদী। সে একজন সার্টিফিকেটধারী মুক্তিযোদ্ধা—স্বাধীন বাংলা বেতারের শব্দসৈনিক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তাই বছর বছর সে কোলকাতায় বেড়াতে যেত। একবার বেনাপোল সীমান্তে একটি বইয়ের সমৃদ্ধ স্টল দেখে সে কৌতূহলবশে আমার *নবী চিরন্তন* ও *জীবনসন্ধ্যায় মানবতা* স্টলে আছে কি না জিজ্ঞেস করে। দোকানী তাকে অবাক করে দিয়ে জবাব দেয়, 'এ দু'টো বইয়ের কথা আর বলবেন না মৌলানা সাহেব! প্রতিবারই ৫/১০ কপি করে বইগুলো ঢাকা থেকে নিয়ে আসি। কিন্তু আসামাত্র হট কেকের মতো পাঠকদের হাতে হাতে চলে যায়! বইগুলো এক সপ্তাহও দোকানে থাকে না।' কোলকাতা থেকে ফিরে একদিন কথাটি আমাকে সে জানিয়ে অত্যন্ত গর্বপ্রকাশ করে।

এমন দু'টো বই বহুদিন ধরে বাজারে নেই। এ কথা আমার বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে পীড়া দেয়। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ প্রকাশকের আমানতদারীর বিশ্বস্ততার অভাব লক্ষ করে কাউকে বইগুলো ছাপাতে দিতেও মন সায় দিচ্ছিল না।

অবশেষে রাহনুমা প্রকাশনীর সত্ত্বাধিকারী প্রিয়বর মাওলানা দেওয়ান মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম ও তাঁর বন্ধুদ্বয় আমার প্রিয়ভাজন *মাসিক নেয়ামতে*র মাওলানা ওলীউল্লাহ আবদুল জলীল, হাফেয মাওলানা আবদুল মুমিন জুটি আমাকে এ ব্যাপারে সম্মতি দিতে বাধ্য করলেন। ৪০ বছরের ব্যবধানে আমাদের বানানরীতি ও পরিবেশন পদ্ধতি অনেকটা এগিয়ে গেছে। তাই বইটি পুনরায় সম্পাদনা করে, পূর্ববর্তী সংস্করণসমূহের ভুলত্রুটি শুধরে দিতে হয়েছে। মোটামুটি এখন বইটি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর হয়েছে বলা যায়।

আশা করি, পাঠকবৃন্দের কাছে তা আরও বেশি সমাদর লাভ করবে এবং আমার এ নবীন প্রকাশককে উৎসাহিত করবে এবং পাঠক মহলে নতুনভাবে সাড়া জাগাতে সমর্থ হবে। কুরআনের আয়াতগুলো এবার মূল আরবী ও তরজমাসহ পূর্ণ বরাতসহ প্রকাশ করা হলো—যা মূল গ্রন্থে ছিল না। হাদীসেরও যথাসাধ্য পূর্ণ বরাত দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে এটি একবিংশ শতাব্দীর পাঠকের উপযোগীই হয়েছে—যা একশো বছর পূর্বের রচনাকালে ছিল না।

তারপরও ভুলত্রুটি একেবারে থাকবে না, তা হলফ করে বলা যাবে না। কোনো সহৃদয় পাঠক কোনো সংশোধনী দিলে বা নতুন কোনো পরামর্শ দিলে তা সাদরে গৃহীত হবে।

আল্লাহ সকলকে এ পুস্তকটির মর্ম অনুসারে শিক্ষাগ্রহণের তাওফীক দিন এবং এটাকে আমার পরকালের একটি সম্বল বলে কবূল করুন—এটাই আমার মোনাজাত।

–আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

স্যাংটিটি নিবাস
১ এ/৩ পল্লবী, মীরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন নং : ৯০১২৪৭২
মোবাইল : ০১৮১৯০১০৫২৫

মূল বই ও অনুবাদ প্রসঙ্গে দু'টি কথা

বিশ্বজোড়া মানব-সন্তানের জন্মের রূপ ও প্রক্রিয়া এক হলেও সকলের মন ও মনন, চিন্তা ও কর্মধারা, বিশ্বাস ও আচরণবিধি যেহেতু অভিন্ন নয়, তাই জীবনের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের পাঠ সমাপ্তির চেতনা ও উপলব্ধি সকলের মনে একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। মৃত্যুকে অনিবার্যরূপেই একদিন বরণ করে নিতে হবে, মৃত্যুর পর জীবন-মৃত্যুর মালিকের কাছে একদিন ফিরে যেতে হবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কর্মের হিসাব-নিকাশ তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে—যাঁদের এ চেতনা সক্রিয় ছিল তাঁদের এবং হেসে-খেলে জীবন কাটিয়ে দিয়ে হঠাৎ একদিন যারা বিভীষিকাময় মরণ-সাগরের একেবারেই পারে—জীবনের শেষপ্রান্তে নিজেদের দেখতে পেয়েছে অথচ পেছনে ফেরার সকল পথই তাদের জন্য একেবারে রুদ্ধ বলে তারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে, তাদের অবস্থা কি কখনো সমান হতে পারে? ঝঞ্ঝা-তাড়িত হয়ে যে ব্যক্তিটি একান্ত অনিচ্ছায় বিভীষিকাময় উগ্রমূর্তি সাগরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে আর যে ব্যক্তিটি বন্দরে নোঙ্গর করা অপেক্ষমাণ সুসজ্জিত ফেরদাউসে গমনের উদ্দেশ্যে জীবন-প্রভাতেই বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে জীবন-সন্ধ্যায় আজ বন্দরে এসে হাজির হয়েছে—তাদের দু'জনের সমুদ্রযাত্রার উপলব্ধি কি এক? উর্দু সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল লেখক মাওলানা আবুল কালাম আজাদের পূর্ণ এক শতাব্দী পূর্বে রচিত[১] *ইনসানিয়্যাত মওতকে দরওয়াজে পর* পুস্তকখানিতে এ প্রশ্নটির জবাব অতি চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে—যার বঙ্গানুবাদ আজ *জীবনসন্ধ্যায় মানবতা* নামে পাঠকদের সম্মুখে পরিবেশন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এটি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে ১৯১২ সালে মাওলানার সম্পাদিত বিপ্লবী উর্দু

১. ১৯৭৬ সালে প্রথমবার ভূমিকা লেখার সময় এ মেয়াদ ছিল (১৯৭৬-১৯১২=) ৬৪ বছর। আর তখন পুস্তকাটির শিরোনাম ছিল *আকাবিরে ইসলাম কে আখেরী লমহাত* বা মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের অন্তিম মুহূর্ত। পত্রিকায় প্রকাশের পর এর অসংখ্য উর্দু সংস্করণ বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত হয়।